HUMAN RIGHTS WATCH

“তিনি আমাদের মাঝে আর নেই”

বাংলাদেশে ঘটে চলা গোপন আটক ও গুমগুলো

সারাংশ

আমার ভাই জিজ্ঞেস করেছিল" ,আমি কি আপনার পরিচয় পেতে পারি ? আপনি কোন বাহিনী থেকে এসেছেন ?আপনি কি র‍্যাব, সিআইডি, ডিবি?" তারা নিজেদের পরিচয় দেয়নি। তিনি কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাদের কোন আনুষ্ঠানিক পোশাক ছিলনা এমনকি বৈধ গ্রেফতারী পরোয়ানাও ছিলনা। কিছুই ছিলনা। তারা শুধু বলেছিল, "আমাদের সাথে আসুন"। আমার ভাই বলেছেন, "আমি একজন আইনজীবী এবং আমার এসব জানা জরুরী।" তখন তারা বলেছিল, "আমরা আপনাকে তৈরি হওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেব। তৈরি হয়ে আমাদের সাথে আসুন"।

–মীর আহমেদ বিন কাসেমের বোন, জামাত-ই-ইসলামীর আইনজীবী যিনি অগাস্ট, ২০১৬ থেকে "নিখোঁজ"।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ,র‍্যাব, পুলিশ অথবা অন্য □কোন সংস্থা হোক না কেন তা আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব রাখেনা কারন তারা সকলেই সরকারের নির্দেশ পালন করছে। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে □কোনো কাউকে গ্রেফতার কর এবং তাকে "গুম" করে দাও। কিছু সরকারী বাহিনী খুব অভদ্র ও নিষ্ঠুর। কিন্তু আমি সরকারী নীতিমালাকেই দোষারূপ করি।

–আদনান চৌধুরীর বাবা, আদনান চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক যিনি ডিসেম্বর, ২০১৩ থেকে "নিখোঁজ"

২০১৩ থেকে ,বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে বিরোধীদলের কর্মীদের আটকে রেখেছে, আদালতের সামনে হাি□র করা ছাড়াইতাদের একটি গোপন স্থানে রাখা হয়, □া আইন বহির্ভূত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তিদের ছাড়া দেবার আগে, তাদের সপ্তাহ কিংবা মাসব্যাপী হেফাজতে রাখা হয় এবং পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। □দিও অন্যদের তথাকথিত গুলি বিনিময়কালে হত্যা করা হয়, এবং অনেকেই "নিখোঁজ" থাকে।

বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর এ ধনের নির্া□তন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি করে। কিন্তু ঢাকাস্থ একটি মানবাধিকার সংস্থা, অধিকারের মতে, ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা

এপর্যন্ত ৩২০ এর চেয়ে বেশী মানুষকে "গুম" করেছে, □ার মধ্যে রয়েছে অভিযুক্ত আসামী, সেনাসদস্য এবং সম্প্রতি বিরোধীদলের সমর্থক। তাদের মধ্যে ৫০ জনকে পরে হত্যা করা হয়েছে এবং ডজনের মত এখনও "নিখোঁজ" রয়েছেন। বাকিদের মধ্যে কিছুদের ছাড়া হয়েছে অথবা সাম্প্রতিককালে গ্রেফতারের কারনে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

এ ধরনের নিখোঁজের ঘটনা এখনও ঘটছে কিন্তু এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধীদলের সমর্থকদের নিখোঁজ করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং মিডিয়া ৯০ টির বেশী ঘটনা লিপিবদ্ধ করে, পরে তারমধ্যে ২১ জনকে হত্যা করা হয়, এবং ৯ জন এখনও নিখোঁজ। অধিকার জানায়, ২০১৭ সালের প্রথম পাঁচ মাসে আরও ৪৮ টি নিখোঁজের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে তারা। ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে , জাতিসঙ্ঘের জোরপূর্বক নিখোঁজের উপর কার্যরত বিভাগ বাংলাদেশ সরকারকে ক্রমবর্ধমান জোরপূর্বক নিখোঁজের বৃদ্ধি রুখতে আহ্বান জানায়। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে , সুইডিশ রেডিও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের) র‍্যাব (একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতকার গোপনে ধারন করে , □খানে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট স্বীকার করে □ এ বাহিনী নিয়মিতভাবে মানুষদের তুলে নেয় ,হত্যা করে এবং পরে তাদের লাশ গুম করে ফেলে।

আওয়ামী লীগ নিখোঁজের অভি□োগের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। ২০১৬ সালের নভেম্বরে ,বিরোধীদলের সমর্থকদের জোরপূর্বক গুম করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে ,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন এসব অভি□োগ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন নিখোঁজ হওয়া ব্যাক্তি" সরকারকে বিশ্বের কাছে বিব্রত করার" উদ্দেশ্যে গোপনে লুকিয়ে আছেন। ২০১৭ সালের মার্চে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক □দিও জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটিতে নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করেন ,তবে এ সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন। হক আরও বলেন বাংলাদেশের আইনে জোরপূর্বক নিখোঁজ বলতে কিছু নেই ,দেশে অপহরণের অভি□োগে করা সমস্ত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন সুষ্ঠু পরিবেশে অত্যন্ত সফলতাঁর সাথে তদন্ত করা হয়েছে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা সংগঠিত অপরাধের ব্যাপারে সরকার "শুন্য সহনশীল"। তিনি বলেন" ,কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় ,কেউই ।"

এই রিপোর্টে ২০১৬ সালের প্রথম থেকে ডজনখানেক নিখোঁজের ঘটনা এবং নভেম্বর ২৮ থেকে ডিসেম্বর ১১ , ২০১৩ সালে বিরোধীদল ,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মী অপহরণের ঘটনা পরীক্ষা করেছে ,□া জানুয়ারি ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাত্র কিছু সপ্তাহ আগে করা হয়। এ রিপোর্টটি লিখাকালীন সময়ে

২০১৩ সালে অপহৃত ১৯ জন এখনও" নিখোঁজ "রয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে □ রাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো -বিশেষ করে র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো -জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও গোপনে আটকে রাখা এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।

২০১৬ সালে □াদের তুলে নিয়ে □াওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থান এখনও অজানা, তাদের মধ্যে ছিলেন মীর আহমেদ বিন কাসেম এবং আমান আ□মী, বিরোধীদল জামাত-ই-ইসলামের দুই বিশিষ্ট নেতা □াদের ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি□দ্ধে □দ্ধপরাধের অভি□োগে অভি□ুক্ত করা হয়, তাদের পুত্র। সেইসাথে,২০১৬ সালে বিরোধীদল জামাতের ১২ জন কর্মীদের অবৈধভাবে আটকে রাখার পর তাদের হত্যা করা হয়।"

উদাহরণসরূপ ,শহিদুল মাহমুদ ,২৪ বছরের জামাত-ই-ইসলামের কর্মীকে ২০১৬ সালের ১৩ ই জুন পরিবারের সদস্যদের সামনে থেকে তুলে নিয়ে □াওয়া হয়। তার পিতা , রাজীব আলী ৫ দিন পর সংবাদ সম্মেলনে এ গ্রেফতারের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন □ তার পুত্রকে হত্যা করা হতে পারে। ১লা জুলাই তার পরিবার একটি রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পারেন □ দুই ব্যাক্তি বন্দুক□ুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সাজানো সশস্ত্র সংঘর্ষের ব্যাপারে তারা অবগত ছিলেন, পরে তারা মর্গে গিয়ে নিহতের লাশ সনাক্ত করেন। পুলিশের ভাষ্য অনু□ায়ী অপরাধীরা তাদের আক্রমণ করার পরে তারা গুলি ছোড়ে। রাজীব আলী হিউম্যান হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন □ পুলিশ মিথ্যা কথা বলছেঃ "পুলিশ আমার ছেলেকে অপহরণ করে এবং তার হত্যা গ্রহন□োগ্য করার জন্য বন্দুক□ুদ্ধের নাটক সাজায়।

এ রিপোর্টে ২০১৩ সাল থেকে □ ১৯ জনের নিখোঁজ হবার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে,তারা সবাই বিএনপির সাথে জড়িত ছিল। তাদের ৮টি ভিন্ন ঘটনার জের ধরে তুলে নিয়ে □াওয়া হয় □খন বিএনপি ও তার জোট জামাত আল-ইসলাম আগুন জ্বালিয়ে এবং বোমা ছোড়ে প্রতিবাদ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ,র‍্যাবের অংশগ্রহণে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে তিনটি ঘটনা ঘটে □খানে বিএনপির আটজন সমর্থক নিখোঁজ হয়। দুটি ভিন্ন ঘটনায় ছয় ব্যাক্তি নিখোঁজ হন, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে "নিখোঁজদের" গোয়েন্দা বিভাগে দেখা গেছে এবং ডিবির চিহ্ন□ুক্ত পোশাকে একজন ব্যাক্তি তাদের নিয়ে □ায় □া গোয়েন্দা পুলিশের জড়িত থাকার বিষয়টি দিকে ইঙ্গিত করে।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে বারবার দরখাস্ত করে ,র‍্যাব ও ডিবি পুলিশের সাথে দেখা করে তাদের তদন্ত সম্পর্কে জানতে চায়। কেউকেউ

জাতিসঙ্ঘের জোরপূর্বক নিখোঁজ ব্যক্তিদের উপর কার্যরত বিভাগের কাছে একটি মামলা দায়ের করে, অন্যরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতা কামনা করে অথবা সুপ্রিম কোর্টে হাবিয়া কর্পাস পিটিশনের আবেদন করে।

জবাবদিহিতার অভাব

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দ্বারা লিপিবদ্ধ জোরপূর্বক গুম করার বেশীরভাগ ঘটনাতে যদি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অভিযুক্ত থাকত তাহলে পুলিশ তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ ডাইরি করার অনুমতি দিতনা, কোনও অপরাধ বা দূর্ঘটনা ঘটার পর সাদাহারন ডায়রি যেখানে একটি আবশ্যিক ব্যাপার। পুলিশ পরিবারের সদস্যদের হয় জিডি করার অনুমতি দিত যেখানে লিখতে হত যে ব্যাক্তিটি অজ্ঞাতনামা লোকদের দ্বারা "অপহৃত "হয়েছেন অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বলে অভিযোগ করার অনুমতি দিত যে তাদের পরিবারের সদস্য" নিখোঁজ"।

কিছু ঘটনা ছাড়া ,পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং কোন ধরনের পুলিশি তদন্ত করা হয়নি। কিছুক্ষেত্রে যেখানে তদন্ত করা হয়েছে ,তা কোনও ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকার ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছে।

র‍্যাব ও ডিবি পুলিশের সাথে পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে। একজন আশাহত পিতা যার পুত্র ২০১৩ সাল থেকে নিখোঁজ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে,

> প্রায় প্রত্যেকদিনই আমি র‍্যাব ও ডিবি পুলিশের অফিসে গিয়েছি। র‍্যাবের প্রহরী আমার সাথে বাজে আচরণ করেছেন এবং আমাকে প্রত্যেকদিন আসতে না করেছেন। তিনি ধমকের সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "আপনি আমাকে বারবার বিরক্ত করছেন কেন?"
> আমি এইভাবে দুইমাস কাটিয়েছি।

অন্যদিকে ,বিএনপির একজন অতি ,পরিচিত নেতা-সাজেদুল ইসলাম সুমন যাকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল , তার পরিবারের উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকায় তাদের র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়। তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে যে, র‍্যাব সুমনসহ আরও ৫ জনকে তুলে নিয়ে আসে। একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন র‍্যাব-১ এর কর্মকর্তা সেই পরিবারকে বলেছেন তুলে নিয়ে আসার সাথেসাথে কিভাবে লোকদের তার হেফাজতে রাখা হত, তারপর র‍্যাবের অন্য

কর্মকর্তা দ্বারা তাদের সরিয়ে নেয়া হত এবং এখন ধারণা করা হচ্ছে □ তাদের হত্যা করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) এবং আদালত এ সমস্যার সমাধানে অকার্□কর ভূমিকা রাখছে। এ কমিশন নিজেদের তত্ত্বাবধানে কোন তদন্ত পরিচালনা করেনি। একটি মামলা □খানে এনএইচআরসি পরিবারের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে,এবং পরে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

"নিখোঁজ "হওয়া ব্যাক্তিদের খুব কম সংখ্যক পরিবার আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন আইনের আশ্রয় নিলে তাদের আত্মীয়ের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হবে - বেশীর ভাগ পরিবার মনে করে □ তাদের কিছু সময় গোপন ও অবৈধভাবে আটকে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যরা বলেছেন □ রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থার মত আদালতও অকার্□কর।

অধিকার সুরক্ষা

বাংলাদেশ গুরুতর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিরোধীদলের সহিংস বিক্ষোভের উদ্বেগ ছাড়াওইসলামী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত জঙ্গীরা একের পর এক হামলা করছে, □াদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশী ,ধর্মীয় সংখ্যালঘুসমকামী অধিকার কর্মীরা, সম্পাদক, লেখক এবং ব্লগার । ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তারা ৫০ জনেরও বেশী মানুষকে হত্যা করেছে।

□দিও ,রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পদক্ষেপ □াতে মানিবাধিকার লঙঘন না করে তা সুনিশ্চিত করা। জোরপূর্বক গুম করা আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন উভয়ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। এসব অভি□াগ অস্বীকার না করে সরকারের উচিৎ দ্রুত একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করা এবং আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া □ হয় নিখোঁজ ব্যাক্তিদের মুক্তি দেয়া হোক, নাহয় তাদের সাথে কি হয়েছিল সে সম্পর্কে তাদের পরিবারকে অবহিত করা এবং দায়ী ব্যাক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করা।

বাংলাদেশ সরকারের উচিত জোরপূর্বক নিখোঁজ, বিচার বহির্ভূত হত্যা, "পায়ে গুলি চালানো" এবং অন্যান্য নির্□াতনের তদন্ত পরিচালনা করার জন্য বিচার, জবাবদিহিতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পুনর্গঠন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে □থা□থ প্রস্তাব প্রদানের জন্য জাতিসঙেঘর মানবাধিকার কমিশনের হাই কমিশনার এবং বিশেষ প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান।

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে

তদন্ত ও বিচারকার্য পরিচালনা

- অতিসত্বর চলমান সকল জোরপূর্বক নিখোঁজ অভিোগের তদন্ত পরিচালনা করা এবং ারা নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা অবৈধভাবে আটক আছে তাদের সনাক্ত ও মুক্তি দেয়া এবং দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করা। এ বিচার আওতায় বিরোধীদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত-ই-ইসলামী সদস্য অথবা সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাগুলো আনা উচিত।
- নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে তথাকথিত বন্দুকুদ্ধ অথবা গুলিবিনিময়কালে সংগঠিত সকল মৃত্যুর অভিোগ তদন্ত করা, এবং এ মৃত্যুর জন্য দায়ী সকল কর্মকর্তাদের বিচারের সম্মুখীন করা।
- পুলিশ স্টেশনগুলিকে অভিোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা েমন র‌্যাব ও ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে আনা পরিবারের অভিোগগুলোর সাধারণ ডাইরি ও এফআইআর করতে হবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নিখোঁজের অভিোগের তদন্ত করতে পুলিশকে ক্ষমতা ও উৎসাহ প্রদান করা।
- স্বাধীন ও কার্কর তদন্ত পরিচালনার জন্য মানবাধিকার হাই কমিশনার , সংশ্লিষ্ট জাতিসঙ্ঘের বিশেষ কার্সম্পাদক ,নির্বিচার ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক বিশেষ দূত ,জোরপূর্বক ও অবৈধভাবে নিখোঁজের উপর কার্রত সংস্থা ,নির্াতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর ,অমানবিক বা অপমানজনক শাস্তি বিষয়ক বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো। তারা াতে তদন্ত পরিচালনা করতে পারে এবং সেইসাথে বিচার , জবাবদিহিতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুোগ দিয়ে পুনর্গঠনের থাথ প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে ,তা সুনিশ্চিত করা।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অতিদ্রুত প্রদান করা।
- জোরপূর্বক ও অবৈধ নিখোঁজের উপর কার্রত সংস্থার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অতিসত্বর প্রদান করা।
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল স্তরের কর্মকর্তারা ারা জোরপূর্বক নিখোঁজের জন্য দায়ী, তাদের বিচারের সম্মুখীন করা।

আদেশকারী অফিসার ও সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা □ারা এ নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা এ নির্□াতন সম্পর্কে অবহিত, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

- জোরপূর্বক নিখোঁজে জড়িত থাকার অভি□োগে □াদের বিরুদ্ধে দৃঢ় তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে তাদের অতিসত্বর বরখাস্ত করা, পুরো তদন্ত পরিচালনা করা এবং র‍্যাব, ডিবি ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা থেকে বরখাস্ত করা।
- অগণিত ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার কারনে র‍্যাবকে অব্যাহতি দেয়া এবং তার পরিবর্তে একটি বেসামরিক সন্ত্রাসদমন বিভাগ তৈরি করা।

সুরক্ষা

- সর্বোচ্চ সরকারী স্তরে একটি কঠোর বিবৃতি বারবার জারী করা উচিত □াতে স্পষ্ট করে বলা থাকে □ সকল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও তদন্ত সংস্থাগুলো প্রচলিত আইন মেনে চলতে হবে এবং সকল আটককৃত ব্যাক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হা□ির করতে হবে।
- র‍্যাব, ডিবি ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, ২০১৬ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে □ বাধ্যতামূলক আইনি নির্দেশনা করা হয়েছে১ তা মেনে চলা সুনিশ্চিত করা। বিশেষ করেঃ
  - আটককৃত ব্যাক্তিদের পরিচিত অথবা বন্ধুদের ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাদের গ্রেফতারের স্থান, কাল ও সময়সীমা সম্পর্কে অবহিত করা সুনিশ্চিত করতে হবে;২
  - গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তিকে তার পছন্দ অনু□ায়ী আইনজীবী এবং □কোনো নিকট আত্মীয়ের সাথে □াগা□াগ করার অনুমতি দিতে হবে।.
- সন্দেহজনক মৃত্যুগুলো পরীক্ষা এবং মৃত্যুর সঠিক কারন নির্ধারণ করার জন্য একজন স্বাধীন ও □াগ্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- নিখোঁজের সকল ঘটনা এবং হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে মৃত্যুর তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গড়ে তোলা; নিশ্চিত করা □ প্রস্তাবিত মামলাগুলো বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে □াওয়া বাধ্যতামূলক করা।
- □াদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আটকে রেখেছে তাদের □ন একটি পরিচিত স্থানে আটকে রাখা হয় তা সুনিশ্চিত করা।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অধিকার প্রসারিত করা □াতে তারা সকল তালিকাবিহীন ও অঘোষিত আটকে রাখার স্থানের ব্যাপারে তথ্য জানতে পারে এবং তদন্ত করার ক্ষমতা রাখতে পারে।

আইনের পুনর্গঠন

- জোরপূর্বক নিখোঁজ থেকে সব মানুষকে সুরক্ষা করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সমাবেশের অনুমোদন দেয়া এবং আইনের □থাসাধ্য পরিবর্তন করা।

আন্তর্জাতিক সংস্থা

- জাতিসঙ্ঘের বিশেষ সদস্যদের বাংলাদেশে আসার অনুরোধগুলো গ্রহণ করা □াতে তারা তদন্ত পরিচালনা এবং প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে পারে।
- নির্বিচার ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক বিশেষ দূত ও অন্যান্য নিষ্ঠুর ,অমানবিক বা অপমানজনক শাস্তি বিষয়ক বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো □াতে তারা তদন্ত পরিচালনা এবং প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে পারে।
- নির্□াতনের বিরুদ্ধে সমাবেশের নিয়মাবলী সমর্থন করা।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য আবেদনকারী সকল বাংলাদেশী সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে ভালভাবে বিচার করা □াতে নিশ্চিত হওয়া □ায় □□ তারা অথবা তাদের ইউনিট করা কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত নয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশ্যে

- জোরপূর্বক নিখোঁজ এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা।
- তাদের কাছে পেশ করা মামলাগুলির তথ্য জানানোর সময় সরকারের একটি স্বচ্ছ ও সময় উপ□োগী পন্থা অবলম্বনের দাবী জানানো।
- দেশব্যাপী বন্দী রাখার সব জায়গার তথ্য প্রদান করা।
- বন্দী রাখার সব জায়গার একটি তালিকা তৈরি করা এবং সুনিশ্চিত করা □□ কোন বন্দীকে গোপন ও অজানা জায়গায় □াতে না রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চায়না ও ভারতসহ বাংলাদেশের দ্বিমাত্রিক এবং বহুমাত্রিক দাতাগোষ্ঠীদের উদ্দেশ্যে

- এ রিপোর্টে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের জের ধরে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা।

- জোরপূর্বক নিখোঁজ এবং বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ না করা পর্যন্ত র‍্যাব, ডিবি অথবা অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অথবা সন্ত্রাসদমন অভিযানে অংশগ্রহণ না করা, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পর্যবেক্ষণ প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জড়িত থাকার ব্যাপারে জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা।